ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 2, No. 2, December 2025

Historical Events of an Ideal Society Formation: Perspectives *The Holey Quran*

(আদর্শ সমাজ গঠনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী : প্রেক্ষিত আল-কোরআন)

সুমাইয়া ইয়াসমিন শাফিয়া[1*]
প্রভাষক (আরবি), দারুল উলূম আহসানিয়া কামিল মাদ্রাসা, নারিন্দা, ঢাকা- ১১০০।
এবং
পিএইচডি গবেষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

Corresponding Author: সুমাইয়া ইয়াসমিন শাফিয়া, sumyashafia818@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: Ideal, Society, Formation, Historical, Events, Al-Qur'an

Received : 02 October 2025
Revised : 18 November 2025
Accepted: 20 December 2025

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

History is the mirror of society. In the pages of history, we observe various reflections of society. For the building of an ideal society, we can understand the chronological sequences of historical events in different eras through The Holy Quran. Human social systems, their development, and the course of historical events are governed by certain divine laws. To ensure the proper functioning of this social system, the heavenly book—the Qur'an—has presented specific principles and guidelines. Social and historical events are not random occurrences. Every action has an underlying cause. The Qur'an is not a textbook; rather, it is a divine guidebook for humanity. It calls upon people to explore the world, understand the environment, study the society, and follow the right path for the welfare of mankind. The purpose of my research is to explore various fragments of historical events that contribute for building an ideal society—using the Holy Qur'an as a primary source of references.

সারসংক্ষেপ:

ইতিহাস সমাজের দর্পণ। ইতিহাসের পাতায় আমরা সমাজের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। আদর্শ সমাজ গঠনে বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। মানুষের সমাজব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতি কতিপয় খোদায়ী আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমাজব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আসমানি গ্রন্থ কুরআন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উপহার দিয়েছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। প্রতিটি কাজের পিছনেই কারণ থাকে। কুরআন টেক্সট বুকজাতীয় কোনো গ্রন্থ নয়। এটি একটি খোদায়ী গ্রন্থ, মানবজাতির জন্য গাইড বা পথনির্দেশিকা। মানবজাতির কল্যাণার্থে এই পৃথিবী ও তার পরিবেশকে জানতে, সমাজকে অধ্যয়ন করতে এবং সঠিক পথে চলতে কুরআন মানুষের প্রতি আহ্বান জানায়। আদর্শ সমাজ গঠনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন তথ্যকণা পবিত্র কুরআন থেকে অনুসন্ধান করাই আমার এ গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণা কর্মটি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসারে বাংলায় সম্পাদিত হয়েছে। গবেষণা কর্ম সম্পাদনের তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, সমাজ ও সামাজিকতা সম্পর্কিত গ্রন্থ এবং পবিত্র কুরআন মূল সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও আরবী ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ও অনূদিত বই-পত্র, গবেষণা প্রবন্ধ ও ইন্টারনেটের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটি ইতো:পূর্বে অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি।

মূলশব্দ: আদর্শ , সমাজ, গঠন, ঐতিহাসিক, ঘটনা, কুরআন।

ভূমিকা :

"বিশ্ব জোড়া খ্যাতিভরা অতীত আমার সামনে রাখি

গতকালের আশীতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।"

- আল্লামা ইকবাল

দার্শনিক কবির বিখ্যাত এ পংক্তি অতীতকে (ইতিহাস) আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, অতীতের আয়নায় বর্তমানকে প্রতিবিম্বিত করে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে ইঙ্গিত দেয়। কারণ এতে রয়েছে সমাজ নির্মাণ ও পুণঃগঠনের জন্য অধিকতর মজবুত ভিত্তি ও যুক্তিসঙ্গত নৈতিক উপাদান।[১] এছাড়া মানুষের সফলতা, ব্যর্থতা, সমাজ সভ্যতার উত্থান পতনসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতে সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিক এ সকল তথ্য জ্ঞান ও মানুষের চিন্তা চেতনা ও মননশীলতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জীবন-জগত বিশেষ করে মানব সমাজ সম্পর্কে আরো অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে। সেজন্য একটি উন্নত, শ্বাশত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন অনেকাংশে অতীত সমাজ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। কি কারণে একটি সমাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আবার কিসের বদৌলতে সমাজে শান্তি শৃংখলা স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে সুখী সমৃদ্ধ আদর্শ সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে। এসব তথ্য কেবলমাত্র ইতিহাস থেকেই অবগত হওয়া যায়। মোটকথা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মানুষের দিব্যদৃষ্টি খুলে দেয়। এর জ্ঞান, শিক্ষা, উপদেশ, মানুষের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনাকে স্পর্শ করে প্রতিনিয়ত সুন্দর হতে সুন্দরতর কিছু করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়।

১.আদর্শ সমাজ গঠনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবদান:

নবী-রাসূলগণ যুগপৎ সামাজিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমাজের সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। সামাজিক পরিমন্ডলেই তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হত। তারা জনগণকে সামাজিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত করতেন। তাদের মাঝে সমাজ-সচেতনতা, জবাবদিহিতা অনুভূতি জাগ্রত করে তাদেরকে সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করতেন। সে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ স্থানীয় বানাতে সদা তৎপর থাকতেন। রাসূল তো নয়ই স্বয়ং আল্লাহই জাগতিক কার্যক্রমকে উপেক্ষা করে পারলৌকিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে বলেননি। সেজন্য তিনি কল্যাণ কামনায়, পারলৌকিক কল্যাণের আগে জাগতিক কল্যাণ কামনা করতে শিখিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন:

> Our Lord, give us in this world [that which is] good and in the Hereafter [that which is] good, and protect us from the punishment of the Fire
>
> "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করন।"'[২]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জগত-সংসার মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনক্রমেই একে উপেক্ষা করা উচিত নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি জাগতিক কল্যাণ সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর যদি সমাজ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ থাকে তাহলে সে সমাজে ধর্ম-কর্ম বাস্তবায়ন নিতান্তই অসম্ভব। এছাড়া জাগতিক কল্যাণ মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সমাজে মানুষের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিক হবে সেই সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ততবেশি নিশ্চিত হবে। পক্ষান্তরে মানুষের কার্যাবলী যদি সমাজ বিধ্বংসী হয় তবে সে সমাজে শান্তি আসে না, বরং শান্তি আসে। সেইজন্য নবী-রাসূলগণ দাওয়াতি কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন। অত্র নিবন্ধে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবদান কতটুকু বা কিরূপ তাই খতিয়ে দেখার প্রয়াস পাব।

১.১ আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করে মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে:

ইতিহাস গণমানুষকে সচেতন করে তুলে। আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি বৃদ্ধি করে স্বীয় প্রকৃতিকে জানতে সহায়তা করে। সেজন্য ঐতিহাসিক **কলিং উড** বলেছেন- History is for human self knowledge.[৩]

আত্মোপলব্ধি বা স্বীয় প্রকৃতিকে জানার অর্থ হল মানুষ কি করতে সক্ষম, আর কি করতে সক্ষম নয় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। আর তা একমাত্র ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারাই সম্ভব। Man can do what man has done. (মানুষ যা

[১]. ডঃ মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *কুরআনের ইতিহাস দর্শন*, পৃ. ১৬৭।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১।

[৩]. R.G. Colling Wood, *The Idea of History,* P. 10.

করেছে, মানুষ তা করতে পারে)।[৪] মানুষের অতীত কার্যাবলীর নিরিখে মানুষ কি করতে সক্ষম আর কি করতে অক্ষম সে দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম।[৫]

আল্লাহ কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন:

> "Have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before them? They were greater than them in power, and they plowed the earth and built it up more than they have built it up, and their messengers came to them with clear evidences. And Allah would have never wronged them, but they were wronging themselves."
>
> "ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখত যে, ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল শক্তিতে তারা ছিল এদের চেয়ে প্রবল, তারা জমি চাষ করত, তারা ওটা আবাদ করত এদের আবাদ করার চেয়ে বেশী। তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নন যে, ওদের প্রতি যুলুম করেন, ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।"[৬]

আরো এরশাদ হয়েছে:

> "So have they not traveled through the earth and seen how was the end of those before them? Allah destroyed [everything] over them, and for the disbelievers is something comparable"
>
> "তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে ? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।"'[৭]

উপরোক্ত আয়াতসহ অনুরূপ আয়াত দ্বারা পৃথিবীতে বিচরণের নির্দেশ কেবলমাত্র অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, জালিম সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণের নিমিত্তে করা হয়েছে। অতীতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক কাহিনী যা ধর্মীয় গ্রন্থ তথা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি অতি সহজেই পার্থক্য করতে সহায়তা করে থাকে। বিধ্বস্ত সেসকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কর্মপরিণাম উপলব্ধি করে অন্যায়কর্ম বর্জন করে সৎকর্মে ব্রতী করে তুলতে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে, অন্যায়, অনাচার, জুলুম, নির্যাতন পরিহার করে মানবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে থাকে।[৮] এছাড়া ইতিহাসের শিক্ষা বাস্তব জীবনের জন্য উৎকৃষ্টতম শিক্ষা। এর দ্বারা মানুষের জ্ঞান-চিন্তার বিচার-বুদ্ধি পাকাপোক্ত ও মার্জিত হয়।[৯] এজন্য **ঐতিহাসিক থুকি ডিজিজ** বলেন:

> The accurate knowledge of what has happened will be usful, because according to human probability similar will happen again.[10]

এছাড়া পূর্ববর্তীদের উপর আপতিত আপদ-বিপদ কিভাবে তারা মোকাবিলা করেছিল তা জানা থাকলে সামাজিক জীবনে সাফল্য লাভের নতুন আশা সঞ্চার হয়। সে সঙ্গে তাদের সাফল্য ও ন্যায়-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতেও উদ্বুদ্ধ করে থাকে। বস্তুত এভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মানব জাতিকে মানবকল্যাণে অনুপ্রাণিত করে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে। আর আদর্শ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল মানবকল্যাণ।[১১]

১.২ নীতি-নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে:

ইতিহাস শিক্ষণীয় দর্শন। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান বাস্তব জীবনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষের নীতি-নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে নৈতিক জীবনে আরো উন্নত নির্মল সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করে। এজন্য চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস ইতিহাসকে নৈতিক মূল্যবোধ নির্মাণে সহায়ক গণ্য করেছেন।[১২] আল-কুরআনে নৈতিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত

---

৪. G.J. Renien, *History: Its purepose and method, (London: Allen and Unwin,* 1961),P. 14.
৫. ড. এম. দেলোয়ার হোসেন, *ইতিহাসতত্ত্ব*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২২-২৩।
৬. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, আয়াত: ০৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১০।
৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৩।
৯. মুহাম্মদ রমজান আলী আকন্দ, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩০।
১০. প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪২।
১১. ইউনুস আলী দেওয়ান, আব্দুর রাজ্জাক ও সারমিনা পারভীন, পৌরনীতি ১ম পত্র, পৃ. ৩৪; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ডঃ মুহাম্মদ আমির হোসেন সরকার, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম পত্র, পৃ. ১৪৭।
১২. মুহাম্মদ রমজান আলী আকন্দ, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫৬।

জাতি ও সম্প্রদায় যেমন: আদ, সামূদ, লূত,ফিরাউন প্রভৃতির জুলুম, নির্যাতন অন্যায়, অনাচার, পাপাচারের প্রভৃতির কাহিনী এবং তাদের ধ্বংসাত্মক পরিণাম পরিণতির ঐতিহাসিক বর্ণনা তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে এ সকল অপকর্ম বর্জন করার জন্য নির্দেশ করে প্রকারান্তরে মানব জাতিকে নীতি-নৈতিকতার প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।[১৩] আল্লাহ এরশাদ করেন:

> So have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason and ears by which to hear? For indeed, it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts." Has it not become clear to them how many generations We destroyed before them through whose dwellings they [now] move about? Indeed in that are signs;
>
> "তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।"[১৪]

তিনি আরো বলেন:

> "Has it not become clear to them how many generations We destroyed before them, in whose dwellings they now walk? Surely in that are signs. Will they not then listen?
>
> "এটাও কি তাদের পথ দেখালো না যে, আমি তো এদের আগে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠি- যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি এরা শুনবে না?"[১৫]

শিক্ষা গ্রহণ অন্তরের কাজ। কাফিরদের অন্তর নষ্ট ছিল বলে এসব নিদর্শনাবলী দেখেও তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি। অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের প্রতি লক্ষ্য করেই আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

> And We have certainly created for Hell many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand, they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear. They are like livestock; rather, they are more astray. It is they who are the heedless.
>
> "আমি তো বহু জ্বীন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা শুনে না; এরা পশুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। ওরাই গাফিল।[১৬]

আমাদের বর্তমান সমাজে যে নৈতিক বিপর্যয় ও চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের শিক্ষাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মানুষকে নীতি-নৈতিকতা বোধ সম্পন্ন করে গড়ে তুলে চারিত্রিক বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে সমাজকে আদর্শিকীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।[১৭]

১.৩ যথার্থ জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তুলে:

ইতিহাস থেকে মানুষ পুর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন করে থাকে।[১৮] ঐতিহাসিক **বেনেদিতো ক্রোচে** বলেন:

Historical knowledge considered as complete knowledge.[19] সেজন্যই **প্রখ্যাত পন্ডিত বেকন** বলেছেন: History makes man wise. ইতিহাস মানুষকে জ্ঞানী করে।[২০]

জীবন জগত সম্পর্কে মানুষ ইতিহাস থেকেই যথার্থ জ্ঞানার্জন করে থাকে। বিশেষ করে আল-কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মানব জাতির জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার ও বিভ্রান্তি দূর করে সত্য সুন্দর সুসমন্বিত বিশ্বাস, কল্যাণ ও জ্ঞানালোকে উত্তীর্ণ হবার দিকনিদের্শনা দান করে। সে সঙ্গে নীতি-নৈতিকতা, ক্ষমা,

---

[১৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৪৬।
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২৬।
[১৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৭৯।
[১৭]. ডঃ হাসান জামান সমাজ, *সংস্কৃতি সাহিত্য*, পৃ. ৩৮; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রথমপত্র (এইচ.এস.সি) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২৯।
[১৮]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২০।
[১৯]. Beredetto crose, *History as the story of liberty,* p. 32.
[২০]. বেকনের প্রবন্ধ, পৃ. ৭০।

উদারতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, মানবকল্যাণ প্রভৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করে থাকে। এ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে কামনা, বাসনা, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসামুক্ত হয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে মানবকল্যাণে নিজকে উৎসর্গ করে ইনসান-ই-কামিল তথা আদর্শ নাগরিকে পরিণত করে। জ্ঞানের এই বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাই একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তুলে।[২১] ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি তারা সমান নয়। যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা সমাজে সচেতন নাগরিক। এ বিষয়টিকে আরো সহজ করে তুলতে আল্লাহ এরশাদ করেন:

> Say, 'Are the blind and the seeing equal? Or are the darknesses and the light equal?'"
>
> "বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?"[২২]

আদর্শ নাগরিক আদর্শ সমাজের প্রাণ, রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজস্থ মানুষকে আদর্শিক নাগরিকরূপে গড়ে তোলা সম্ভব না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই বর্তমান প্রজন্মকে দৃঢ়, দৃপ্তময়ী, আত্মপ্রত্যয়ী, স্বদেশপ্রেমিক ও সচেতন আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[২৩]

১.৪ জীবন জগত সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে:

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতীতকালের ইতিবৃত্ত হলেও তাতে তৎকালের রাজনীতি সমাজ সভ্যতার ক্রমবিবর্তন, উত্থান-পতন প্রভৃতির উপর গভীর দৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে এ সকল বিষয় গোটা মানব জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই এ সকল ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শুধু মাত্র কল্যাণকরই নয় বরং বিশেষভাবে জরুরীও বটে।[২৪] এজন্য ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও তাসাউফের পর ইতিহাসকেই সবচে কল্যাণকর বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন।[২৫]

জীবন জগত সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবদান অনস্বীকার্য। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান সমস্যা মোকাবিলা করা যায়। ভবিষ্যত চলার পথে বহু কল্যাণকর জ্ঞান লাভ করা যায়। ভবিষ্যতের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণ করে জীবনের গতিকে নির্ভুল পথে গতিশীল বানানো একমাত্র ইতিহাসের সাহায্যেই সম্ভব।[২৬]

মানব সমাজ ও সমষ্টির সঠিক অবস্থা জানিয়ে দেওয়াই ইতিহাসের কাজ। তদালোকে অতীত কালের মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূলে অন্তর্নিহিত কারণ উদ্ধার করতে হবে। অনুপস্থিতি, অবর্তমানকে ভিত্তি করে উপস্থিত ও বর্তমানকে নির্মাণ করার কৌশল জানতে হবে। অন্যথায় ভুল ভ্রান্তি ও সত্যপথ বিচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।[২৭]

সামাজিক জীবনের সামগ্রিক সফলতা সঠিক ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল। পরিকল্পনা বেঠিক হলে মানব জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। পরিকল্পনা যত সঠিক নিখুঁত, সাফল্য তত নিশ্চিত।

ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য জ্ঞান দ্বারা সুপথ-কুপথ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।[২৮] ফলে সর্তকতা অবলম্বন করে জীবন জগত সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে যাতে কল্যাণ, সুখ্যাতি বিদ্যমান তা অনুসরণ এবং যাতে অকল্যাণ ও অখ্যাতি, ধ্বংস বিদ্যমান তা বর্জন করে সামাজিক জীবনে সাফল্য এবং পারলৌকিক জীবনে মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে।[২৯]

মোটকথা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে যে আলো বিকীর্ণ হয়ে ওঠে, ভবিষ্যতের পথ পরিক্রমায় তার সাহায্যে সম্মুখে চলার দীর্ঘ পথকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।[৩০] এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী সকলেই ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর আলোকে স্বীয় কর্মপদ্ধতি পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন।[৩১]

---

[২১]. মুহাম্মদ রমজান আলী আকন্দ, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩১-১৩৩; ইউনুস আলী দেওয়ান, আব্দুর রাজ্জাক, পৌরনীতি ১ম পত্র, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১২৫।

[২২]. আল-কুরআন, সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ১৭৯।

[২৩]. ইউনুস আলী দেওয়ান, আব্দুর রাজ্জাক, পৌরনীতি ১ম পত্র, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১২৫; মুহাম্মদ শামসুজ্জামান, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ. ১২৩।

[২৪]. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলাম শিক্ষা, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২১-২৫।

[২৫]. জিয়াউদ্দিন বারানী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃ. ৮।

[২৬]. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলাম শিক্ষা, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২১; মুহাম্মদ রমজান আলী আকন্দ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩৩।

[২৭]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৫।

[২৮]. মুহাম্মদ রমজান আলী আকন্দ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩৪।

[২৯]. জিয়াউদ্দিন বারানী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, (প্রাগুক্ত),পৃ. ৮-১১।

[৩০]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২২১।

[৩১]. রফিকুল আলম, *বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা*, পরিমার্জিত ও বর্ধিত সং-২, (ঢাকা: চয়নিকা ২০০৫),পৃ. ১।

এভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে আদর্শ সমাজ ও সামাজিক জীবন নিশ্চিতকরণে অবদান রাখতে পারে।

১.৫ মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করে সামাজিক বিপ্লব এনে দেয়:

উত্তম ও নৈতিকতার মানদণ্ডে উৎকীর্ণ গুণাবলীই মানবিক মূল্যবোধ[৩২] যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষ সকল মানবান্তঃকরণে এ মূল্যবোধ বিদ্যমান। কোনক্রমেই তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, এটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। মানব মনে সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে, অজ্ঞতা, অন্ধকার ও সকল কুসংস্কার থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করে মানজিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়াই ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য।[৩৩]

ধর্মানুভূতিই মানব মনে মানবতা বা মানবিক মূল্যবোধের উদ্রেক করে থাকে। স্বধর্মীদের প্রতি মানবতাবোধ যত সক্রিয় থাকে ভিন্নধর্মীদের প্রতি ততটা সক্রিয় থাকে না।[৩৪] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

> Muhammad is the Messenger of Allah; and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves
>
> "মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[৩৫]

মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতে বিধ্বস্ত জাতি সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতির ঐতিহাসিক কাহিনী আপাতত জগতবাসীকে ব্যথাতুর ও বেদনাভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে। স্রেফ মানবিক মূল্যবোধের কারণেই একজন অপরজনের দুঃখে মর্মবেদনা প্রকাশ করে থাকে। দুঃখের করুণ কাহিনীই মানবিক মূল্যবোধের উদ্রেক করে থাকে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। জড়বাদী চেতনা ও বস্তুবাদী দর্শনের ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও জীবনদৃষ্টি সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ বিচ্যুত। সেজন্য সুদূরপ্রসারী সমাজ-সংস্কার ও সামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না।[৩৬]

মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ সামাজিক সমস্যা যেমন- জুলুম, অত্যাচার, অনাচার, দুরাচার প্রভৃতি উচ্ছেদ কল্পে বিবেক ও মানবতাবোধে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ণাঙ্গ মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিসত্ত্বাই সামজিক পরিবর্তনে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবদান অনস্বীকার্য। জীবনকে স্বার্থক সুষ্ঠু সুন্দর আদর্শিক করে তোলাই ধর্মের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত। কারণ, জীবনধারা জীবন দৃষ্টি কেবলমাত্র ধর্মের মধ্যেই স্বার্থক পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান। সেজন্য ধর্মীয় সার্বজনীন মানবতার উপর ভিত্তি করেই দেশ, কাল, পাত্র এবং এ ভিত্তিতেই সমাজের পুনঃর্গঠন হচেছ আমাদের সমাজচিন্তার মূল নিরিখ।[৩৭] পরিশেষে বলা যায়, ধর্ম ধর্মীয় কাহিনী-ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মানবতাকে মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে সামাজিক বিপ্লব এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১.৬ অপরাধের শাস্তি অবধারিত এ অনুভূতি জাগ্রত করে সামাজিক অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করে:

অপরাধের শাস্তি অবধারিত। অপরাধ ভেদে ইসলাম এর জন্য সুর্নিদিষ্ট শাস্তির বিধান রেখেছে।[৩৮] তবে একথা সত্য যে, সাধারণ অন্যায়, অপরাধ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানব সমাজ বিধ্বংসী নয়, কারণ প্রত্যেক মানব সমাজে এমনকি একটি আদর্শ সমাজও তা থেকে মুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অপরাধ যখন জুলুম-নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং কোন জাতির

---

৩২. ইউনুস আলী দেওয়ান, আব্দুর রাজ্জাক, পৌরনীতি ১ম পত্র, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২০।
৩৩. ডঃ হাসান জামান, *সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২২।
৩৪. মাওলানা মুহম্মদ জসিমউদ্দিন ও মোহম্মদ নবী হোসাইন ইসলামী পৌরনীতি, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৭।
৩৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত: ২৯।
৩৬. ডঃ হাসান জামান, *সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২০-২২।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩৮. ইসলাম ধর্মে অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি তিন প্রকার: (১) হুদুদ তথা সুনির্দিষ্ট শাস্তি, এ শাস্তি মোটমুটি ৬ ধরনের অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট। (ক) সন্ত্রাস, ডাকাতির শাস্তি, (খ) চুরির শাস্তি (গ) যিনার শাস্তি (ঘ) যৌনচারের শাস্তি (ঙ) ধর্মান্তরের শাস্তি (চ) মাদক গ্রহণের শাস্তি । (২) কিসাস ও দিয়াত জাতীয় শাস্তি (৩) তাযীর তথা দন্ডবিধি জাতীয় রাষ্ট্রীয় শাস্তি । ওয়ালিউদ্দিন আল কাসানী, বাদায়ে আ'ম সাবায়ে ফি তাবতীর আল শরাবে, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৩; ডঃ মুস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যার সমাধানে ইসলামী আইন, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫৫।

একাংশ যখন অপর অংশের উপর অত্যাচারী সীমালংঘনকারীরূপে আবির্ভূত হয়, কেবল তখনই তাদের উপর ধ্বংস অনিবার্যভাবে নেমে আসে।[৩৯]

আল্লাহ বলেন:

> Have they not considered how many generations We destroyed before them which We had established upon the earth as We have not established you?
>
> "তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। যাদেরকে দুনিয়াতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদের করিনি।"[৪০]

অনুরূপভাবে আল-কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে:

> And how many generations have We destroyed after Noah. And sufficient is your Lord, concerning the sins of His servants, as Acquainted and Seeing
>
> "নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! আপনার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের খবর রাখা ও দেখার জন্য যথেষ্ট।"[৪১]

আরো বলা হয়েছে:

> Has it not become clear to them how many generations We destroyed before them as they walk among their dwellings? Indeed, in that are signs for those of intelligence
>
> "এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখাল না যে, আমি এদের আগে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।"[৪২]

আল-কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে:

> Do they not see how many generations We destroyed before them? Never will they return to them?
>
> "ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের আগে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করেছি যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না?"[৪৩]

এ জাতীয় অপরাপর আয়াত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অতীতে বহু জনপদবাসীকে ধ্বংস করেছেন। সামাজিক অন্যায়, অনাচার, জুলুম, নির্যাতন এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। আল-কুরআন এদিকেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছে।[৪৪] এ প্রসঙ্গে আমরা শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। তিনি ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সমাজ সংস্কারের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। কারণ সমাজ সংস্কারই ছিল তাঁর নবুয়তি মিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কারণ তাঁর সম্প্রদায় সমাজবিধ্বংসী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। ওযনে কম দেয়া, অবৈধ লেন-দেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, লুটতরাজের মাধ্যমে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা প্রভৃতি। সেজন্য তিনি সামাজিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য তাগিদ দিয়ে বলেন:

> So give full measure and weight, and do not deprive people of their due, and do not cause corruption in the land after it has been set right."
>
> "কাজেই তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না।"[৪৫]

ওযনে কম দেয়ার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে অন্যত্র বলেন:

---

[৩৯]. সে শাস্তি কখনো সামাজিক দর্শন বিচ্ছিন্নতা, আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি, কখনো বা পতন কিংবা ধ্বংস হয়ে দেখা দেয়। আল-কুরআনের মতে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির অপরাধের জন্য এটাই আসল শাস্তি । ডঃ মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী কুরআনের ইতিহাস দর্শন, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২২।

[৪০]. আল-কুরআন, সুরা আল-আনয়াম, আয়াত: ৬।

[৪১]. আল-কুরআন, সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১৭।

[৪২]. আল-কুরআন, সুরা ত্বহা, আয়াত: ১২৮।

[৪৩]. আল-কুরআন, সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৩১।

[৪৪]. ডঃ মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *কুরআনের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২২।

[৪৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৮৫।

> Woe to those who give less [than due],
>
> Who, when they take a measure from people, take in full.
>
> But if they give them by measure or by weight to them, they cause loss.
>
> "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন ওদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[৪৬]

আল-কুরআন আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ কোন জাতিকে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে ধ্বংস করেন না। সে লক্ষ্যেই তাদের সামনে অতীত জাতি-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী জগতবাসীর সামনে পেশ করেছেন। যেন সে সকল বিষয়ে চিন্তা গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষা, উপদেশ গ্রহণ করে নিজেরা সংশোধিত হতে পারে এবং তাদের উত্থান-পতনের মূল রহস্য উদ্ধার করতে পারে।[৪৭] যেহেতু মানব সমাজের বাস্তব আচরণের কথাই ইতিহাসে স্বীকৃত প্রতিপাদ্য সেহেতু ইতিহাস ও ঐতিহাসিক অধ্যয়নের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয়তাও তীব্র হতে তীব্রতর হচেছ।[৪৮]

অপরাধের শাস্তি অনিবার্য। কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে অতীতে বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে এ সত্য উপলব্ধি মানব মনে এ অনুভূতি জাগ্রত করে যে, অতীতের ন্যায় বর্তমানেও অপরাধী তার কৃত কর্মের শাস্তিতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর সামাজিক শাস্তি শৃংখলা সংহতি বিনষ্টকারী কার্যাবলী থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তম চরিত্র এবং নেক কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারে।[৪৯]

এভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মানবান্তঃকরণে সৎকর্মানুভূতি জাগ্রত করে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করতে পারে। বস্তুত একটি নির্মল ন্যায়ানুগ আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে অপরাধের মূলোৎপাটন করতে হবে। এর বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অপরাধের প্রবণতা হ্রাসে সহায়তা করে আদর্শ সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

১.৭ ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে সমাজ আদর্শায়নে অবদান রাখতে পারেঃ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সর্বযুগে সর্ব সমাজে জালিম, মজলুম ও জালিমের দুশমন, মজলুমের বন্ধু এই তিন শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। জালিম শ্রেণী স্বীয় স্বার্থে বহু সমাজ-সভ্যতা ও জনপদ ধ্বংস করেছে। বহু মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ ঘটিয়েছে। জালিম ও মজলুমের এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে সমাজ-সমষ্টির জীবন পদদলিত, বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত এই সামাজিক জীবনের আশু পরিবর্তন সমাজ-সমষ্টির স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।[৫০] সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ব্যক্তির পরিবর্তন একান্ত জরুরী। কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গঠিত। ব্যক্তির অবদানে সমাজ সমৃদ্ধ। তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সমাজকে প্রভাবিত করে তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে। যেমন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চিন্তা ,চেতনা, নীতি, আদর্শ জাহেলী যুগের পুরাতন সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে একটি নতুন, উন্নত, আদর্শ সমাজব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন।[৫১]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ধর্মীয় প্রেক্ষাপট জালিম-মজলুমের চিরন্তন দ্বন্দ্বেই উদ্ভাসিত। এ দ্বন্দ্বে জালিমের পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য। এ সবই সত্য, কেবলমাত্র অতীত সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত থেকে উপলব্ধি করা যায়। সেজন্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ, যাচাই-বাচাই করতে হবে। নচেৎ এর কোন ইতিবাচক গুরুত্ব হতে পারে না। অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তা থেকে প্রদত্ত তথ্য ইঙ্গিত জ্ঞান ও শিক্ষা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিচরিত্র পরিবর্তনে সহায়ক।[৫২] আর ব্যক্তি-পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে একটি সমাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে পারে। এভাবে একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবদান উজ্জ্বল, ভাস্বর হয়ে উঠে।

১.৮ সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারেঃ

---

৪৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াতঃ ১-৩।

৪৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৩।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, ২২১; ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, আল-কুরআনের আলোকে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব, মাসিক পৃথিবী, সেপ্টেম্বর-১৯৯৩; সম্পাদনা পরিষদ, সভ্যতা সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত, পৃ. ১১৮; ডঃ মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২০।

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, *সমাজ-বিজ্ঞান ও ইসলাম*, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

৫১. ডঃ এ. এস.এম আতীকুর রহমান ও তাহমিনা আক্তার, *সমাজ কল্যাণ*. ১ম পত্র (এইচ.এস.সি), পৃ. ১০।

৫২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের ইতিহাস দর্শন*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৩।

সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা, ঐক্য, সংহতি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত। আর এই সামাজিক শান্তি-শৃংখলা, ঐক্য, সংহতি প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টকারী যেমন চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবি, জুলুম-নির্যাতন, অবিচার, ব্যভিচার প্রভৃতি কার্যকলাপ সমাজকে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সকল অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এসব বিষয় সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তার লাভ করে সমাজকে অশান্ত, বিশৃংখল ও বসবাসের অনুপোযোগী করে তুলতে পারে।[৫৩] বস্তুত এসব কার্যাবলী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলাম এসব কার্যাবলীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। যেমন, চুরির শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> [As to] the thief, the male or the female, amputate their hands in recompense for what they committed as a deterrent [punishment] from Allah. And Allah is Exalted in Might and Wise
>
> "পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের হাত কেটে ফেল; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৫৪]

ডাকাতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে:

> Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off on opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment.
>
> "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৫৫]

হত্যার বেলায় বলা হয়েছে:

> But whoever kills a believer intentionally – his recompense is Hell, wherein he will abide eternally, and Allah has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a great punishment
>
> "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"[৫৬]

যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> The woman and the man guilty of fornication – flog each one of them with a hundred stripes, and let not pity for them detain you from obedience to Allah, if you believe in Allah and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment."
>
> "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি দেখে।"[৫৭]

বস্তুত এসব কার্যাবলী সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। অতীতের জাতি ও সম্প্রদায়ের অনুরূপ কার্যাবলীর দরুণ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বর্তমানে যারা অনুরূপ অনৈতিক অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে সামাজিক শান্তি শৃংখলা ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করে সমাজদেহকে কলুষিত করবে তারাও

---

[৫৩]. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, সম্পাদিত, কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (স), (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৯১-৯১; শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *সমাজ পরিবর্তনে ইসলামের ভূমিকা*, পৃ. ৮৮।

[৫৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৮।

[৫৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩৩।

[৫৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩।

[৫৭]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত: ০২।

আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হয়ে পৃথিবী থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ উপলব্ধিবোধ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই জাগ্রত করে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।[৫৮]

১.৯ শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে অনুপ্রাণিত করে:

শ্রেণী বর্ণভেদ, বৈষম্য আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়। কেননা শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ সামাজিক সুখ শান্তি বিনষ্ট করে। অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত করে সমাজকে বিপর্যস্ত করে তোলে।[৫৯] ধ্বংসপ্রাপ্ত অতীত জাতি-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়ও অনুরূপ শ্রেণী বৈষম্য চরমাকারে বিদ্যমান ছিল। যেমন, হযরত মুসা (আ) এর যুগে ফিরাউন সম্প্রদায় তথা কিবতী ও বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য। কিবতীরা ফিরাউনের মদদপুষ্ট ছিল বলে তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণী বলে মনে করত। বনী ইসরাঈলদের হীন ও নীচ বলে মনে করে নির্যাতন করত। কিন্তু আল্লাহ অত্যাচারী অভিজাত শ্রেণীকে ধ্বংস করে যাদেরকে হীন নীচ বলে মনে করত তাদেরকে পৃথিবীর রাজত্ব দান করলেন।[৬০]

আল্লাহ বলেন:

> And We have already written in the book [of Psalms] after the [previous] mention that the land [of Paradise] is inherited by My righteous servants.

আমি 'উপদেশের' পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।[৬১] আরো এরশাদ হয়েছে:

> And He caused you to inherit their land and their homes and their properties and a land which you have not trodden. And ever is Allah over all things competent
>
> "আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন ওদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৬২]

ইতিহাসের এই নির্মম বাস্তবতা সামাজিক ভেদ-বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস করে শ্রেণী বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখতে পারে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।[৬৩]

১.১০ সমাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে:

মানব সমাজ বহুমাত্রিক। সমাজ ও সমাজতত্ত্ব বহুমাত্রিকভাবে ইতিহাসনির্ভর। কেননা মানব, মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের প্রামাণিক দলিল ইতিহাস। সেজন্যই সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ইতিহাসের উপর প্রোথিত[৬৪]। সমাজের উদ্ভব, বিকাশের চরমোৎকর্ষ গতি-প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানের উপজীব্য হলেও অতীত সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই নির্ভরযোগ্য উপাদান। সমাজ সম্পর্কিত ইতিহাসলব্ধ এ জ্ঞান বর্তমান প্রজন্মকে যথাযথ সমাজ-বিশ্লেষণ সমাজের সঠিক চিত্র প্রতিবিম্বিত করে এর গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে এবং বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান করে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করে থাকে। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সমাজ-সমষ্টির দায়িত্ব। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে নয়, এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ সমষ্টিগতভাবে সমাগত। আল্লাহ বলেন:

> And if two groups of believers fight each other, then make peace between them. But if one of them oppresses the other, then fight against the one that oppresses until it returns to the ordinance of Allah. And if it returns, then make peace between them with justice and act justly. Indeed, Allah loves those who act justly.

---

[৫৮]. শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *সমাজ পরিবর্তনে ইসলামের ভূমিকা*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৮৮।

[৫৯]. এ.কে. রূহী, *মানব ইতিহাসে আল-কুরআনের প্রভাব*, পৃ. ১৬; শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *সমাজ পরিবর্তনে ইসলামের ভূমিকা*, পৃ. ৮১।

[৬০]. মাওলানা হিফজুর রহমান ও আব্দুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবসা*, ১ম খন্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২), পৃ. ২২০; ড. হাসান জামান, *সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৬।

[৬১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫।

[৬২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২৭।

[৬৩]. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, *৩য় সংখ্যা*, মার্চ ২০০৩, পৃ. ৬৪-৬৫; সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অবদান*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩), পৃ. ৪৯-৫০।

[৬৪]. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১২৩।

> "মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে; আর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে,যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকদেরকে ভালবাসেন।'[৬৫]

বিবাদমান দুটি দলের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা মূলতঃ সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলার নিমিত্তে অপরিহার্য। এক্ষেত্রে কোন দল বিচার-ফায়সালা মেনে নিতে নারাজ হলে তাদের বিরূদ্ধে জিহাদ করতেও বলা হয়েছে। সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তার স্বার্থে এ নির্দেশ হলেও এতে ক্রমাবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে, তেমনি শান্তি, শৃঙ্খলার প্রতিবিধানে কার্যক্রম হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে জন্যই বলা হয়-

> History is the mierosope of the past the horoscope of the present and the tetscope of the future.[৬৬]

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্তমান প্রজন্মকে সমাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে গড়ে তুলে সমাজ আদর্শিকীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপসংহারঃ

যা দেখে মানুষ অনুপ্রেরণা পায়, অনুকরণ বা অনুসরণ করতে চায় তাকেই আদর্শ বলা হয়। আদর্শ সমাজ বলতেও তাই এমন একটা সমাজকেই বুঝায় যা দেখে দুনিয়ার মানুষ অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং উক্ত সমাজের অনুকরণ বা অনুসরণ করতে পারে। আদর্শ সমাজ গঠন সম্পর্কে আলোচনা সমাপনান্তে আমরা এই ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পারি যে,

১.অনুকরণ বা অনুসরণ যোগ্য ব্যক্তি বা বিষয়কে আদর্শ বলে।

২.আদর্শ সমাজ একটা আদর্শ জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

৩. সত্যিকারের শান্তি, কল্যাণ এবং ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধানকে কেন্দ্র করেই কায়েম হতে পারে।

৪.এই আদর্শ বলে হয়রত মুহাম্মদ সা. আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আরব মরুর অসভ্য মানবগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক নজিরবিহীন সুখি-সুন্দর সমাজ।

৫.আমাদের মহান নেতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজব্যবস্থাই একমাত্র আদর্শ সমাজব্যবস্থা।

৬.এই সমাজব্যবস্থা গঠনের দিকনির্দেশনা দেয়া আছে পবিত্র কুরআনে।

৭. উক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই আমাদের একমাত্র কাজ।

---

[৬৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ০৯।

[৬৬]. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১২৩।